সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়
০১	সভার নোটিশ
০২	পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন (নামসহ)
০৩	১৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী
০৪	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩
০৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন
০৬	লীজ নবায়নের শর্তাবলি

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড
প্রধান কার্যালয়
ই ১০-১৩, এম এ কে খলিল সড়ক, পশ্চিম পাহাড়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস, ষোলশহর, চট্টগ্রাম
www.rubberboard.gov.bd

নম্বরঃ বিআরবি/সিএম-৪২/২০২০- ৬৩৬ তারিখঃ ২৬/০৬/২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ বান্দরবান জেলার মেয়াদোত্তীর্ণ লীজ পুনরায় নবায়নের জন্য সেলামী নির্ধারণ, নবায়ন ও পুন:বন্দোবস্ত সম্পর্কে করনীয় নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটির সভা আয়োজন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বান্দরবান জেলার মেয়াদোত্তীর্ণ লীজ পুনরায় নবায়নের জন্য সেলামী নির্ধারণ, নবায়ন ও পুন:বন্দোবস্ত সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটির আলোচনা সভা আগামী ৪জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৩.০০টায় অনলাইনে (জুম অ্যাপস্ এর মাধ্যমে) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), চট্টগ্রাম বিভাগ।

এমতাবস্থায়, সভায় যথাসময়ে অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

জুম আইডিঃ 5152142278

পাসকোডঃ 123456

(মোছাম্মৎ সাবিনা ইয়াছমিন)
উপপরিচালক
(প্রশাসন)
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, চট্টগ্রাম
ফোনঃ ০২৪১৩৮০০৯৭,
ই-মেইল: dd.rubberboard@gmail.com

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। উপসচিব (আইন-২ অধিশাখা), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। উপসচিব (খাস জমি-১), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বান্দরবান পার্বত্য জেলা, বান্দরবান।
৪। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৭৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৫। জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন (উপদেষ্টা ও প্রাক্তন সভাপতি), বাংলাদেশ রাবার গার্ডেনস্ ওনার্স এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, চট্টগ্রাম।
২। জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা, বান্দরবান।
৩। সংরক্ষণ কপি।

হাসিনার নির্দেশ
লবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড
প্রধান কার্যালয়
ই ১০-১৩, এম এ কে খলিল সড়ক, পশ্চিম পাহাড়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস, ষোলশহর, চট্টগ্রাম
www.rubberboard.gov.bd

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের ১৫তম বোর্ড সভার আলোচ্যসূচী-৪ এর ১.০ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বান্দরবান জেলার মেয়াদোত্তীর্ণ লীজ নবায়নের জন্য সেলামী নির্ধারণ, নবায়ন ও পুনঃবন্দোবস্ত সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হয়ঃ

১.	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), চট্টগ্রাম বিভাগ	সভাপতি/আহ্বায়ক
২.	জনাব একেএম তারেক, উপসচিব, আইন-২ অধিশাখা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব মঈনউল ইসলাম, উপসচিব (খাস জমি-১); ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বান্দরবান জেলা	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, মহাব্যবস্থাপক; বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য
৬.	জনাব মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন (উপদেষ্টা ও প্রাক্তন সভাপতি) বাংলাদেশ রাবার গার্ডেন ওনার্স এসোসিয়েশান	সদস্য
৭.	জনাব মোছাম্মৎ সাবিনা ইয়াছমিন; উপপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	সদস্য সচিব

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

তাগিদ-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড
প্রধান কার্যালয়
ই ১০-১৩, এম এ কে খলিল সড়ক, পশ্চিম পাহাড়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাস, ষোলশহর, চট্টগ্রাম
www.rubberboard.gov.bd

নম্বরঃ বিআরবি/১৫তম সভা/২০২১-২২/২১৬(১)।

তারিখঃ ১০/০৪/২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ **বান্দরবান জেলার মেয়াদোত্তীর্ণ লীজ পুনরায় নবায়নের জন্য সেলামী নির্ধারণ, নবায়ন ও পুন:বন্দোবস্ত সম্পর্কে করনীয় নির্ধারণের নিমিত্ত কমিটি গঠন সংক্রান্ত।**

সূত্র: ১) বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের ১৫তম বোর্ড সভার আলোচ্যসূচী-৪ এর ১.০ নম্বর সিদ্ধান্ত
২) বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের স্মারক নম্বর: বিআরবি/১৫তম বোর্ড সভা/২০২১-২২/১৪০; তারিখ: ০৬/০৩/২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বান্দরবান জেলার মেয়াদোত্তীর্ণ লীজ পুনরায় নবায়নের জন্য সেলামী নির্ধারণ, নবায়ন ও পুন:বন্দোবস্ত সম্পর্কে করনীয় নিধার্রণের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হয়ঃ

১।	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), চট্টগ্রাম বিভাগ	– সভাপতি/আহ্বায়ক
২।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	– সদস্য
৩।	বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি	– সদস্য
৪।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	– সদস্য
৫।	বাংলাদেশ রাবার গার্ডেন ওনার্স এসোসিয়েশান এর একজন প্রতিনিধি	– সদস্য
৬।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বান্দরবান জেলা	– সদস্য
৭।	উপপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	– সদস্য সচিব

কর্মপরিধিঃ

ক) কমিটি বিদ্যমান বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে সেলামী নির্ধারণ বিষয়ে বোর্ড-কে সুপারিশ প্রদান করবেন।
খ) কবুলিয়তের মেয়াদ ও শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন।
গ) মেয়াদোত্তীর্ণ বাগানসমূহ সম্পর্কে করণীয় সুপারিশ প্রদান করবেন।
ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।
ঙ) কমিটি আগামী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদান করবেন।

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের ১৫তম বোর্ড সভার আলোচ্যসূচী-৪ এর ১.০ সিদ্ধান্ত এর প্রেক্ষিতে মেয়াদোত্তীর্ণ লীজ পুনরায় নবায়নের জন্য সেলামী নির্ধারণ, নবায়ন ও পুন:বন্দোবস্ত সম্পর্কে করনীয় নিধার্রণের নিমিত্ত গঠিত কমিটিতে প্রতিনিধি প্রেরণের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুনরায় নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(বিদর্শী সম্বোধি চাকমা)
সচিব (অঃ দাঃ)
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ০২৪১৩৮০০৯৭
dd.rubberboard@gmail.com

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। [একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের অনুরোধসহ]
২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। [একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের অনুরোধসহ]
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৭৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বান্দরবান পার্বত্য জেলা, বান্দরবান।
৬। উপপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ রাবার বোর্ড।
৭। সভাপতি, বাংলাদেশ রাবার গার্ডেনস্ ওনার্স এসোসিয়েশন, ১২৮৭ ও আর নিজাম রোড (সিএসসিআর এর পশ্চিমপার্শ্বে), চট্টগ্রাম। [একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের অনুরোধসহ]

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, চট্টগ্রাম।
৩। জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা, বান্দরবান।
২। সংরক্ষণ কপি।

File : Letter (2022-)

৩.১.২ মূলধন আবর্তক ব্যয়ঃ

খাত	বরাদ্দ (হাজার টাকা)	প্রস্তাবিত সংশোধিত ২০২১-২২	মোট ছাড়কৃত অর্থ (হাজার টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	উদ্বৃত্ত (টাকা)	মন্তব্য	সিদ্ধান্ত
পরিবহন সরঞ্জামাদি							
মোটরযান	১৫৮০০	৫০০০	৩৯৫০	২৫০.০০	৩৯২৫০		বর্ণিত ব্যয় অনুমোদন করা হলো।
উপমোটঃ	১০০০০	৫০০০	৩৯৫০	২৫০.০০	৩৯২৫০		
পরিবহন যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্যান্য যন্ত্রপাতি							
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১০০০	৯০০	২৫০	৩৫.৬১৩	৮৬৪.৩৯	একটি ইউপিএস , মাউস এবং দুইটি লেজার প্রিন্টার ক্রয়।	বর্ণিত ব্যয় অনুমোদন করা হলো।
উপমোটঃ	১০০০	৯০০	২৫০	৩৫.৬১৩	৮৬৪.৩৯		
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়							
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	১০০০	৫০০	২৫০	২২.১৯৫	৪৭৭.৮১	টর্চ লাইট, ক্যাবল ও বিভিন্ন বৈদ্যুতিক মেরামতি সামগ্রি ক্রয়।	বর্ণিত ব্যয় অনুমোদন করা হলো।
অফিসারজ্যাম	৫০০	৮০০	১২৫	৬৫.৬৩১	৭৩৪.৩৭	থাই গ্লাস দিয়ে জানালা তৈরী, ফ্লোরমেট, কার্পেট, পাপোশ, বিভিন্ন ফুলগাছ ও ফুলের টব, জানালার পর্দা, টেবিলের গ্লাস ক্রয়, টাওয়েল, দেওয়াল ঘড়ি মেটাল বোর্ড তৈরী বাবদ।	বর্ণিত ব্যয় অনুমোদন করা হলো।
আসবাবপত্র	৫০০০	২৫০০	১২৫০	৯৬.৯৮১	২৪০৩.০২	বঙ্গবন্ধু কর্নার ইউনিট ০২ এর বুকসেলফ তৈরী, চেয়ারম্যান মহোদয়র জন্য একটি ইজি চেয়ার, ভবন ই-১২ এর দরজা, জানালা ইত্যাদি মেরামত ইত্যাদি।	বর্ণিত ব্যয় অনুমোদন করা হলো।
উপমোটঃ	৬৫০০	৩৮০০	১৬২৫	১৮৪.৮১	৩৬১৫.২০		

আলোচ্যসূচী: (৪) রাবার বাগানের লীজ নবায়ন সংক্রান্ত:

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১.০ লীজ নবায়নের আবেদন	১.০ সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশে রাবার চাষ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ভৌগলিকভাবে রাবার চাষের উপযোগিতা বিদ্যমান থাকায় বান্দরবান জেলায় তৎকালিন স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ১৯৭৯সাল হতে তৎপরবর্তি সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিমালা ১৯০০ এর ৩৪(বি)(i) অনুযায়ী একর প্রতি ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা হারে সালামী ধার্য করে জেলা প্রশাসক, বান্দরবান কর্তৃক ২৫(পচিশ)একর করে ৪০ বছর মেয়াদে ১৩০২ টি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে প্রায় ৩২,৫৫০ একর জমি দীর্ঘ মেয়াদী প্রদান হয়েছিল। ২০১৯ সাল হতে এসকল ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া শুরু করে । অনেক ইজারা গ্রহীতা ইতোমধ্যে নবায়নের জন্য আবেদন করেছেন। নবায়নের বিষয়ে বান্দরবান জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরেজমিন তদন্তের জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি (রাবার বোর্ড এর একজন প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক বান্দরবানের একজন প্রতিনিধি এবং রাবার বাগান মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি) গঠন করা হয়। নবায়নের জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ডে এ পর্যন্ত মোট ৯৭ টি আবেদন পাওয়া যায়। তৎমধ্যে ৩৫টি প্লট সরেজমিন পরিদর্শন ও তদন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। তার মধ্যে ১টিতে বাগান করা হয়নি, অন্য ৩৪টিতে প্লটে রাবার বাগান থাকায় নবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক বান্দরবান হতে ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখের ৯৪ নং স্মারকে " বান্দরবান পার্বত্য জেলায় রাবার / হর্টিকালচার বাগানের জন্য ইজারা প্রদত্ত প্লট নবায়ন এবং সেলামী নির্ধারণে সংক্রান্তে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। প্রচলিত বিধি-বিধান সাপেক্ষে আলোচনা আহ্বান করা হয়। সভায় বক্তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে ইজারার মেয়াদোত্তীর্ণ প্লট সম্পর্কে করনীয় নির্ধারণ, নবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সেলামি নির্ধারণের জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়।	১.০ বান্দরবান জেলার মেয়াদোত্তীর্ণ লীজ পুনরায় নবায়নের জন্য সেলামী নির্ধারণ, নবায়ন ও পুন:বন্দোবস্ত সম্পর্কে করনীয় নির্ধারণের নিমিত্ত নিম্নরুপ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ ১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), চট্টগ্রাম বিভাগ –সভাপতি/আহ্বায়ক ২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি-সদস্য ৩। বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি-সদস্য ৪। ভূমি মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি-সদস্য ৫। বাংলাদেশ রাবার গার্ডেন ওনার্স এসোসিয়েশান এর একজন প্রতিনিধি-সদস্য ৬। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বান্দরবান জেলা – সদস্য ৭। উপপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ রাবার বোর্ড- সদস্য সচিব কর্মপরিধিঃ ১। কমিটি বিদ্যমান বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে সেলামী নির্ধারণ বিষয়ে বোর্ড-কে সুপারিশ প্রদান করবেন। ২। কবুলিয়তের মেয়াদ ও শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন। ৩। মেয়াদোত্তীর্ণ বাগানসমূহ সম্পর্কে করণীয় সুপারিশ প্রদান করবেন। ৪। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন। ৫। কমিটি আগামী ১৫(পনর) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদান করবেন।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩

(২০১৩ সনের ১৯ নং আইন)

[১২ মে, ২০১৩]

রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে রাবার বোর্ড প্রতিষ্ঠা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিধান করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "পরিষদ" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত বোর্ডের পরিচালনা পরিষদ;

(২) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাবার বোর্ড;

(৩) "রাবার" অর্থ রাবার গাছ থেকে প্রাপ্ত কষ বা ল্যাটেক্স এবং উহার উপজাত কোন পদার্থ;

(৪) "সচিব" অর্থ বোর্ডের সচিব; এবং

(৫) "সদস্য" অর্থ পরিষদের কোন সদস্য।

বোর্ড প্রতিষ্ঠা

৩। (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে ।

(৩) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ডের স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) 'বাংলাদেশ রাবার বোর্ড' এই নামে ইহার পক্ষে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

বোর্ডের কার্যালয়

৪। (১) বোর্ডের প্রধান কার্যালয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে অবস্থিত হইবে।

(২) বোর্ড, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

বোর্ডের পরিচালনা ও প্রশাসন

৫। (১) বোর্ডের একটি পরিচালনা পরিষদ থাকিবে এবং উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, বোর্ডের পরিচালনা ও প্রশাসন উক্ত পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে, এবং বোর্ড যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিষদও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ উহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক , সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা, আদেশ ও নির্দেশ অনুসরণ করিবে।

পরিচালনা পরিষদের গঠন

৬। পরিচালনা পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক, নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, নিয়োজিত অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা অথবা রাবার বিষয়ে অভিজ্ঞ সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন ব্যক্তি, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), পদাধিকারবলে;

(গ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বন অধিদপ্তরের বন সংরক্ষক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ/জেলা পরিষদ বা অন্যান্য পরিষদের একজন প্রতিনিধি;

(ট) বাংলাদেশ রাবার বাগান মালিক সমিতির সভাপতি/প্রতিনিধি;

(ঠ) বাংলাদেশ রাবার শিল্প সমিতির সভাপতি/প্রতিনিধি;

(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত রাবার উৎপাদনকারী চা বাগানের একজন মালিক প্রতিনিধি;

(ঢ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন রাবার বিশেষজ্ঞ; এবং

(ণ) বোর্ডের সচিব, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

সদস্য পদের মেয়াদ

৭। (১) ধারা ৬ এর দফা (ড) ও (ঢ) এর অধীন মনোনীত কোন সদস্য, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় উহার প্রদত্ত কোন মনোনয়ন বাতিল করিয়া উপযুক্ত নূতন কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময়, উক্ত সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সরকার কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বোর্ডের কার্যাবলী

৮। বোর্ডের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে সরকারকে সুপারিশ, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(খ) সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহযোগিতায় রাবার চাষ উপযোগী জমি চিহ্নিতকরণ;

(গ) রাবার চাষে আগ্রহী উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাছাই এবং তাহাদের অনুকূলে জমি ইজারা বা বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ;

(ঘ) ইজারা বা বরাদ্দ চুক্তির শর্ত ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) রাবার বাগান সৃজনে উহার মালিক বা, ক্ষেত্রমত, বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;

(চ) রাবার বাগান সৃজন এবং রাবার শিল্প স্থাপন ও বিকাশে মালিক বা, ক্ষেত্রমত, বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে ঋণ ও বীমা সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(ছ) রাবার বাগানের মালিক বা, ক্ষেত্রমত, বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান;

(জ) রাবার বাগানের মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) ক্ষতিকারক কৃত্রিম রাবার সমাগ্রীর উৎপাদন, আমাদানী, বিপণন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিবার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) রাবার বাগানের জমির অনুপযুক্ত অংশে (৩৫ ডিগ্রি ঢালের উপরে অথবা জলাবদ্ধ অংশে) ফলজ, বনজ বা ঔষধি বৃক্ষসহ অন্যান্য সাহায়ক অর্থকরী ফসল উৎপাদনে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান;

(ট) উৎপাদিত রাবার বিপণন বা, ক্ষেত্রমত, রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(ঠ) বারার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ডাটাবেজ তৈরী ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

(ড) রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ;

(ঢ) রাবার বাগান ও রাবার শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ণ) রাবার চাষ ও রাবার শিল্প বিষয়ে গবেষণার নিমিত্ত রাবার গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান; এবং

(ত) জীবনচক্র হারানো রাবার কাঠ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান;

(থ) রাবার চাষ পুনর্বাসন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(দ) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন করা।

পরিচালনা পরিষদের সভা

৯। (১) এই ধারার বিধান্যবলি সাপেক্ষে, পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) পরিষদের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বৎসর পরিষদের ন্যূনতম ৩ (তিন) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

কমিটি গঠন ও উহার কার্যপরিধি

১০। (১) বোর্ডের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বোর্ড বা কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন বা সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পরিষদ উহার সদস্য এবং, উহার বিবেচনায়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) কমিটির কার্যপরিধি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

বোর্ডের তহবিল

১১। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ডের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বোর্ডের নিজস্ব বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান; এবং

(ঘ) বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ঋণ।

(২) তহবিল বোর্ডের নামে যে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় করা যাইবে।

ব্যাখ্যা। - এই ধারায় "তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O 127 of 1972) এর article 2 (j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) তহবিল হইতে বোর্ডের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

বাজেট

১২। বোর্ড, প্রত্যেক বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ফরমে অনুমো
জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে বোর্ডের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা

১৩। (১) পরিষদ, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে, বোর্ডের হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) প্রতি বৎসর বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম বোর্ডের তহবিলের হিসাব নিরীক্ষার কাজ সম্পাদন করিবে।

(৩) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বোর্ডের তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার এবং, ক্ষেত্রমত, বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বোর্ডের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং সচিব বা বোর্ডের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা

১৪। (১) বোর্ড এই আইনের অধীন ইহার কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্ত, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রযোজ্য শর্তাবলির অধীন উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য বোর্ড দায়ী থাকিবে।

বোর্ডের সচিব এবং তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য

১৫। (১) বোর্ডের একজন সচিব থাকিবেন যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাবলি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(২) সচিব বোর্ডের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি --

(ক) পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) পরিষদের নিকট কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করিবেন; এবং

(গ) পরিষদের নির্দেশনা অনুযায়ী বোর্ডের কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

(৩) সচিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক)পরিষদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(খ) বোর্ডের কর্মসূচী এবং বাৎসরিক কর্মসূচির বাজেটসহ রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন;

(গ) পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী বাস্তবায়ন;

(ঘ) বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণ; এবং

(ঙ) পরিষদ কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন।

বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

১৬। বোর্ড উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৭। (১) বোর্ড প্রত্যেক বৎসরের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অব্যবহিত পূর্বের অর্থবৎসরের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে যাহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে গৃহীত উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত কর্মসূচী, প্রাক্কলিত ও প্রকৃত আয় ও ব্যয়, সাফল্য নিরূপণের জন্য নির্ধারিত প্রধান নির্ণায়কসমূহের আলোকে অর্জন এবং সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ অবস্থা এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থার বিশ্লেষণ থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার প্রয়োজনে, বোর্ডের নিকট হইতে যে কোন সময় বোর্ডের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন,বিবরণী,নথিপত্র, রেকর্ড, কাগজ বা দলিল দস্তাবেজ তলব করিতে পারিবে এবং সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা বোর্ডের যে কোন নথিপত্র, রেকর্ড, কাগজ বা দলিল-দস্তাবেজ পরিদর্শন করিতে পারিবে।

তথ্য সংগ্রহ, প্রবেশ ইত্যাদির ক্ষমতা

১৮। (১) বোর্ড, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আদেশ দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে রাবার চাষ, রাবার উৎপাদন এবং রাবার শিল্প সংক্রান্ত যে কোন তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) সচিব বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে কোন রেকর্ড, রেজিস্টার, দলিল বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরীক্ষা, যাচাই-বাছাই বা সংগ্রহ করিবার জন্য কোন রাবার বাগান বা স্থানে প্রবেশ করিবার অধিকারী হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট রাবার বাগান ও রাবার শিল্পের মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারী প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ক্ষমতা অর্পণ

১৯। পরিষদ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন উহার কোন ক্ষমতা, লিখিত আদেশ দ্বারা সচিব বা বোর্ডের কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

২০। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

২১। ধারা ১৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারের অনুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

২২। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত

২৩। (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্ণিত প্রজ্ঞাপনসমূহ রহিত হইবে। যথা:-

(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের বন, মৎস্য ও পশুসম্পদ বিভাগের Notification No. 1/For-109/75/1109, তারিখ 1st October 1977 ও Notification No. 1/For-109/75/1046(A), তারিখ 10th November 1977 ;

(খ) কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের Notification No. 1/For-109/75/162, তারিখ 23rd March 1978;

(গ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং- পবম/-৪/বস-১৫/৯১/৪৩৯, তারিখঃ ১১-৪-১৯৯১ ইং; প্রজ্ঞাপন নং- পবম-৪/বশি-১৫/৯১/৪৮৫, তারিখঃ ০১-০৬-১৯৯১ইং; প্রজ্ঞাপন নং- পবম-৩(৫ রাবার)/৩/৯১/৭৬১, তারিখঃ ১৩-৮-১৯৯১ ইং প্রজ্ঞাপন নং- পবম-৬/রাবার-৬/৯২/৫১৫, তারিখঃ ২২-০৮-১৯৯৩ইং ও প্রজ্ঞাপন নং- পবম-৬/রাবার-৬/৯২/১২০, তারিখঃ ০৪-০৬-৯৪ ইং এবং

(ঘ) এতদসংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রজ্ঞাপন, যদি থাকে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও , রহিত প্রজ্ঞাপনের অধীন-

(ক) কৃত কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোন কার্যক্রম বা গৃহীত ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়
বান্দরবান পার্বত্য জেলা
(রাজস্ব শাখা)
www.bandarban.gov.bd

তারিখ: ২৯ মাঘ ১৪২৮ / ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২

স্মারক: ৩১.৪২.০৩০০.৩০৩.১২.০১৯.২১. ৯৪

বিষয় : বান্দরবান পার্বত্য জেলায় রাবার/হর্টিকালচার বাগানের জন্য ইজারা প্রদত্ত প্লট নবায়ন এবং সালামী নির্ধারণ।

সূত্র : ১। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, চট্টগ্রাম এর পত্র: বিআরবি/সিএম-৪২/২০২০.৪৬৫; ০৩ জুন ২০২১
২। কৃষি, বন, মৎস্য এবং পশুপালন মন্ত্রণালয়ের গেজেট নোটিফিকেশন নম্বর: I/For-109/75/1046;10 November,1977
৩। কৃষি এবং বন মন্ত্রণালয়ের গেজেট নোটিফিকেশন নম্বর: I/For-109/75/162; 23rd March,1978
৪। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পত্র: পবম-৪/বশি-১৫/৯১/৪৮৫; ০১ জুন ১৯৯১

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত ০১ নম্বর পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রে বর্ণিত ০২ নম্বর পত্রমূলে পার্বত্য এলাকার রাবার চাষের লক্ষে জমি ইজারা দেয়ার জন্য যুগ্ম সচিব, বন, মৎস্য, এবং পশু সম্পদ বিভাগ কে আহবায়ক করে রাবার স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয় (কপি সংযুক্ত)। পরে সূত্রোক্ত ০৩ পত্রমূলে কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ কে সভাপতি এবং প্রকল্প পরিচালক, বিএফআইডিসি কে সদস্য সচিব করে ০৬ সদস্য বিশিষ্ট রাবার স্ট্যান্ডিং কমিটি পুনর্গঠন করা হয় (কপি সংযুক্ত)। সূত্রোক্ত ৪নম্বর পত্রমূলে কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ কে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি পুনর্গঠিত করা হয় (কপি সংযুক্ত)। পরবর্তীতে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ গঠন করা হয় এবং গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটিকে রহিত করা হয়। রাবার বোর্ড আইনের ৮(ক) অনুযায়ী বোর্ডের কার্যাবলী হলো "রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে সরকারকে সুপারিশ, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।" ১৯৭৯ সনের লীজ সংক্রান্ত Offer Notice, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিমালা ১৯০০ এর ৩৪(বি)(i) অনুযায়ী বান্দরবান পার্বত্য জেলায় রাবার/হর্টিকালচার বাগান করার নিমিত্ত তৎসময় হতে প্রতি একর ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা হারে সালামী ধার্য্য করে জেলা প্রশাসক সর্বোচ্চ ২৫.০০ (পঁচিশ) একর এবং বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ১০০.০০ (একশত) একর জমি ৪০ (চল্লিশ) বৎসর মেয়াদে ইজারা দেয়া হয়।

০২। ইতোমধ্যে বেশ কিছু ইজারা প্লটের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। ইজারা প্রদত্ত প্লটের সম্পাদিত চুক্তিপত্রের সকল শর্ত প্রতিপালন করলে চুক্তিপত্রের মেয়াদান্তে পুনরায় ইজারা নবায়নের বিষয়টি চুক্তিপত্রে উল্লেখ রয়েছে। অনেক ইজারা গ্রহীতা ইতোমধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর নবায়নের জন্য আবেদন করেছেন। তবে বর্তমানে রাজস্ব তহবিল বৃদ্ধির স্বার্থে লীজ নবায়নের ক্ষেত্রে প্রতি একর জমির সালামী কী হারে নির্ধারণ করা হবে এবং কত বছরের জন্য নবায়ন করা হবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রয়োজন।

০৩। এমতাবস্থায়, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় যে সকল রাবার/হর্টিকালচার প্লটের ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে সেসকল প্লটসমূহ কত বছরের জন্য নবায়ন করা হবে এবং একর প্রতি কত টাকা হারে সালামী নির্ধারণ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : ০৫ ফর্দ।

২৪/০২/২০২২

ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি
জেলাপ্রশাসক
ফোন : ০২৩৩৩৩০২১০১
ফ্যাক্স : ০২৩৩৩৩০২৭০২
ই-মেইল : dcbandarban@mopa.gov.bd

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, প্রধান কার্যালয়,
ই ১০-১৩, এম এ কে খলিল সড়ক, পশ্চিম পাহাড়,
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস,
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড
সচিবালয় বিভাগ

স্মারক: ৩১.৪২.০৩০০.৩০৩.১২.০১৯.২১. তারিখ: মাঘ ১৪২৮ / ফেব্রুয়ারি ২০২২

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:
১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। [illegible]

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড
প্রধান কার্যালয়
ডায়েরী নং ৭৭০ তারিখ ১৩/০২/২০২২

ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি
জেলাপ্রশাসক

[illegible] ১৩/০২/২০২২

Registered No. DA-1.

No. 47 of 1977

The Bangladesh Gazette

Published by Authority

THURSDAY, NOVEMBER 24, 1977

CONTENTS

	PAGES
PART I.—Statutory notifications containing rules and orders issued by all Ministries and Divisions of the Government of the People's Republic of Bangladesh and their attached and subordinate offices and the Supreme Court of Bangladesh	439-442
PART II.—Notifications regarding appointments, promotions, transfers, etc., issued by the Government of the People's Republic of Bangladesh other than the Ministry of Defence and the Supreme Court of Bangladesh	653-657
PART III.—Notifications issued by the Ministry of Defence other than those included in Part I	149-151
PART IV.—Notifications, etc., issued by the Patent Office other than those included in Part I	Nil
PART V.—Acts, Bills, etc., of the Bangladesh Parliament	Nil
PART VI.—Notifications issued by the Supreme Court, Comptroller and Auditor-General, Public Service Commissions and of the attached and subordinate offices of the Government of the People's Republic of Bangladesh other than those included in Part I	1673-1686
PART VII.—Non-statutory notifications issued by the minor administrations and miscellaneous notifications not included in any other part	Nil
PART VIII.—Advertisements and notices issued by private individuals and corporations on payment	Nil
SUPPLEMENT No. 47	
(i) The Final estimate of Industries of Bangladesh for	Nil
(ii) The Final estimate of Lichues of Bangladesh for	Nil
(iii) The estimate of other Sour of Bangladesh for	Nil
(iv) Final estimate of tea crop for the year released by the Ministry of Agriculture	Nil
(v) Weekly statistics of reported attacks and deaths from Cholera, Small-pox, Plague and other infectious diseases in the districts and towns in Bangladesh for the week ending the	Nil
(vi) Quarterly Catalogue of Books published by the Bengali Translator to the Government and Registrar of Publications for the Quarterly ending the	Nil

PART I

Statutory notifications containing Rules and Orders issued by all Ministries and Divisions of the Government of the People's Republic of Bangladesh and their Attached and Subordinate Offices and the Supreme Court of Bangladesh.

MINISTRY OF AGRICULTURE

Forest, Fisheries and Livestock Division

Section I

NOTIFICATION

Dacca, the 10th November 1977.

No. 1/For-109/75/1046(A).—In pursuance of the notification No. 1/For-109/75/1109, dated Dacca, the 8th October 1977, Government have been pleased to constitute a Standing Committee with the following members and terms of reference:—

(1) Joint Secretary, Forest, Fisheries and Livestock Division—*Convenor.*

Members.

(2) Chief Conservator of Forest.

(3) One Representative from Ministry of L.A. and L.R. not below the rank of Deputy Secretary.

(4) Chairman, B.F.I.D.C.—*Member.*

(5) Project Director, Rubber Planting and Processing of B.F.I.D.C.—*Member Secretary.*

through private participation and to draw the outline of the proposal wanted from the participants;

(II) To suitably publicise the offer notice through Gazette notification, National press and other mass media;

(III) To receive the proposal evaluate the same from all angles and recommend the best ones for consideration of the Government.

(IV) To draw a standard agreement, arrange obtain the approval of the Government for the ...

(V) To arrange availability of land from the Ministry of L.A. and L.R., declare this as protected ..., arrange execution of agreement with the appropriate agency of the Government, recommend to financial institution for long term development loan if required by the participants and assist in resolving problems faced by the participants in successful implementation of the programme.

(VI) To oversee the progress of the implementation and recommend action for violation of the contractual obligation.

সংযুক্তি-৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৩

নং- পবম-৩/বপি-১৫/৯১/ ৬৮৫

তারিখ : ০১/০৬/১৯৯১ ইং
১৮/০২/১৩৯৮ বাং

।। প্রজ্ঞাপন ।।

কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের ১১-৪-৯১ ইং/ ২৭-১২-৯৭ বাং তারিখের পবম-৪/বপি-১৫/৯১/৩৩৯ নম্বর প্রজ্ঞাপন সংশোধন করতঃ ব্যক্তিমালিকানাধীন রাবার চাষ প্রকল্প সম্পর্কিত কমিটি নিম্নরূপে পুনর্গঠন করা হইল। জেলা প্রশাসক খাগড়াছড়ি কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাগান সমূহকে ও এই পুনঃ গঠিত কমিটির আওতাভুক্ত করা হইল।

(ক) কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ ---------------------- চেয়ারম্যান।
(খ) উপ-সচিব(উঃ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সদস্য।
(গ) বন সংরক্ষক, পূর্বাঞ্চল "
(ঘ) জেলা প্রশাসক, বান্দরবন/রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি। "
(ঙ) আঞ্চলিক মহা-ব্যবস্থাপক, কৃষি ব্যাংক, কুমিল্লা। "
(চ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি "
(ছ) স্থানীয় সেনা ও পুলিশ প্রশাসনের একজন করে প্রতিনিধি "
(জ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি(পরিচালক পর্যায়ের)। "
(ঝ) মহা-ব্যবস্থাপক, (রাবার) বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থা সদস্য-সচিব।
(ঞ) বাংলাদেশ রাবার বাগান মালিক সমিতির সভাপতি সদস্য
(ট) বাংলাদেশ রাবার বাগান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক- "

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে -
(মুহম্মদ হুমায়ুন কবির)
সহকারী সচিব

বিতরণ :-
১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, বিশেষ কার্যাদি মন্ত্রণালয়।
৩। এরিয়া কমান্ডার, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, চট্টগ্রাম।
৪। মহা-পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ।
৫। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ।
৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থা, ঢাকা।
৮। ভারপ্রাপ্ত উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। জেলা প্রশাসক, বান্দরবন/রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি।
১০। উপ-নিয়ন্ত্রক, বিজি প্রেস, ঢাকা। প্রজ্ঞাপনটি গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল।
১১। বন সংরক্ষক, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম।
১২। মহা-ব্যবস্থাপক, (রাবার) বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থা, ঢাকা।
১৩। আঞ্চলিক মহা-ব্যবস্থাপক, কৃষি ব্যাংক, কুমিল্লা।
১৪। সভাপতি, বাংলাদেশ রাবার বাগান মালিক সমিতি, ঢাকা।
১৫। সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ রাবার বাগান মালিক সমিতি, ঢাকা।
১৬। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৭। উপ-সচিব (উঃ ১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOREST
SECTION - I (FOREST)

NOTIFICATION

Dated, Dacca the 23rd March, 1978.

No.1/For-109/75/162 In partial modification of this Ministry's Notification No.1/For-109/75/1046 dt. 10-11-77, Government have been pleased to reconstitute the standing committee with the following members :-

1. Commissioner, Chittagong Division - Chairman.
2. Conservator of Forests, Eastern Circle, Chittagong - Member.
3. Deputy Secretary (Planning), Ministry of Agriculture and Forest. - Member.
4. One Representative from the Ministry of Land Administration and Land Reforms not below the rank of Deputy Secretary. - Member.
5. Deputy Commissioner, Chittagong Hill Tracts. - Member.
6. Project Director, (Rubber Planting and Processing Project) of BFIDC. - Member-Secretary.

Terms of references :-

(i) To formulate the offer notice for Development of rubber plantation on production sharing basis through private participation and to draw the outlines of the proposal wanted from the participants.

(ii) To suitably publicies the offer notice through Gazettee Notification, National press and other mass media.

(iii) To receive the proposal evaluate the same from all angles and recommend the best ones for consideration of the Government.

(iv) To draw a standard agreement from and obtain the approval of the Government for the same.

(v) To arrange availability of land from the Ministry of L.A. & L. R., declare this as protected forest, arrange execution of agreement with the appropriate agency of the Government, recommend to financial institution for long term development loan if required by the participants and assist in resolving problems faced by the participants in successful implementation of the programme.

Contd.....P/2.

(vi) To oversee the progress of the implementation and recommend action for violation of the contractual obligation.

(A.Z.M. Obaidullah Khan)
SECRETARY

No. 1/For-109/75/162/1(2) Dated : 23-3-78.

Copy forwarded for information & necessary action to:-

1) Chairman, BFIDC with reference to his No.HO/CM/78/67/77 dated 28.2.78.

2) Chief Conservator of Forest, Bangladesh with reference to his No. CCF(T)-/4D-6/78/302 dated 8.3.78.

3d/- Chinta Haran Saha
24.3.78
Section Officer.

No. HO/CM/78/67/109 (1) Dated : 28th March, 1978.

Copy forwarded to the Project Director, Rubber Planting & Processing Project, 103 Elephant Road, Dacca in continuation of our memo No.HO/CM/78/67/97 dated 17th March, 1978 for information and necessary action.

CHAIRMAN
B. F. I. D. C.

28/3

৩০। রেজিষ্ট্রেশনের সাথে সম্পর্কিত সমুদয় বাস্তব এবং প্রয়োজনীয় খরচ আদায়কৃত ফিস হইতে নির্বাহ করা হইবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয় না,এমন উদ্বৃত্ত সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হইবে। রেজিষ্ট্রেশন অফিসার নিয়মিতভাবে একটি আয়-ব্যয় হিসাব রেজিষ্টার সংরক্ষন করিবেন। ইহা অনুমোদন ও প্রতিস্বাক্ষরের জন্য পাক্ষিক হিসাবে কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

৩১। এই বিধি বা দলিলে উল্লেখিত লীজ, স্থাবর সম্পত্তি, অস্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদির সংজ্ঞা ইন্ডিয়ান রেজিষ্ট্রেশন এক্ট,১৮৭৭ (১৮৭৭ সালের ৩ নং আইন) এ বর্ণিত সংজ্ঞার অনুরূপ হইবে।

৩২। রেজিষ্ট্রি বহি কমিশনার তাঁহার সুবিধাজনক সময়ে পরিদর্শন এবং প্রতিস্বাক্ষর করিবেন।

৩৩। যেই ক্ষেত্রে দলিল-সংশ্লিষ্ট পক্ষের দাবীর প্রেক্ষিত-কারণে রেজিষ্ট্রি সম্পাদন প্রত্যাখ্যান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রত্যাখান আদেশের তিনমাসের মধ্যে দলিল রেজিষ্ট্রি করিবার অধিকার পাওয়ার নিমিত্তে জেলা প্রশাসকের নিকট মামলা দায়ের করা যাইবে। এই ধরনের মোকাদ্দমায় রেজিষ্ট্রেশন অফিসারকে কোন পক্ষ করা হইবে না এবং যথাযথ ভাবে সত্যায়িত প্রত্যাখ্যান আদেশের কপি দৃষ্টতঃ (প্রাইমা ফিসি) প্রমান হিসাবে রেজিষ্ট্রি প্রত্যাখানের কারণের বর্ণনাস্বরূপ সংযুক্ত করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে। এই বিধিতে অন্য কিছু বর্ণিত না থাকিলেও তর্কিত দলিলকে আলোচ্য মামলায় গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা হইবে।

৩৪। ভূমিঃ সরকারী ভূমি বন্দোবস্ত, হস্তান্তর, বিভক্তি এবং সাব-লেটঃ

(১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত কোন সরকারী খাস ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে না।

(এ) (i) নিবাসী পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ী পরিবারকে চাষাবাদের জন্য কর্ষন-যোগ্য বা কর্ষিত সমতল ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে,বন্দোবস্ত গ্রহীতার ভূমির পরিমাণ পূর্বের অধিকারাধীন ভূমি এবং বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিসহ সর্বমোট ৫ একরের অধিক হইতে পারিবে না। চাষাবাদের জন্য বন্দোবস্তের মাধ্যমে প্রদত্ত সমতল ভূমির অতিরিক্ত হিসাবে ৫ একর গ্রোভ-ভূমি গ্রোভ আবাদের জন্য অনুরূপ প্রতি পরিবারকে বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে। কিন্তু জেলা প্রশাসক যদি বন্দোবস্ত গ্রহীতার কার্যক্রম অত্যন্ত সন্তোষজনক বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাকে আরো কিছু পরিমাণ গ্রোভ-ভূমি গ্রোভ আবাদের জন্য বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। তবে বন্দোবস্ত গ্রহীতার গ্রোভ-ভূমির পরিমাণ, অনুরূপ পরিবারের পূর্বের অধিকারাধীন গ্রোভ-ভূমি এবং বন্দোবস্ত প্রাপ্ত গ্রোভ-ভূমিসহ সর্বমোট ১০ একরের অধিক হইতে পারিবে না। আলোচ্য উপ-ধারায় বর্ণিত কৃষি বা গ্রোভ আবাদের নিমিত্তে বন্দোবস্ত প্রদত্ত ভূমি সালামী মুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।Ω

(ii) উপ-ধারা (i) এ বর্ণিত কৃষি-ভূমি কিংবা গ্রোভ-ভূমির বন্দোবস্ত জেলা প্রশাসক অনুমোদন করিবেন। তবে মহকুমা প্রশাসক কেবলমাত্র চাষাবাদে নিয়োজিত কোন পাহাড়ীকে চাষাবাদযোগ্য ভূমি বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। অনুরূপ ক্ষেত্রে লীজের আবেদন পত্র হেডম্যানের নিকট প্রদান করা যাইবে। উক্ত আবেদন পত্র হেডম্যান সুপারিশসহ মহকুমা প্রশাসকের নিকট অগ্রবর্তী করিবেন।Ω

(iii) লীজ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষকে স্বাভাবিক রায়তী খাজনার হারে উপ-ধারা-(১) এ বর্ণিত কৃষি-ভূমির খাজনা নির্ধারণ করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিতে ইতিপূর্বে চাষাবাদ না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুরূপ ভূমির জন্য লীজ অনুমোদনের তারিখ হইতে প্রথম তিন বৎসর পর্যন্ত কোন খাজনা প্রদান করিতে হইবে না।Ω

(iv) উপধারা -(১) বর্ণিত গ্রোভ-ভূমি প্রথম তিন বৎসর খাজনা মুক্ত ভূমি হিসাবে গণ্য হইবে। পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য অনুরূপ ভূমিকে তৃতীয় শ্রেণীর ভূমি হিসাবে গণ্য করিয়া জেলা প্রশাসক কর্তৃক ভূমির উৎপাদনের ভিত্তিতে খাজনা নির্ধারণ করা হইবে।Ω

(বি) রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যাতিরেকে কোন অনিবাসীকে (বহিরাগত) কৃষি কিংবা গ্রোভ আবাদের জন্য কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে না। এই ক্ষেত্রে কি পরিমাণ ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হইবে উহার পরিমাণ রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমির জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতার নিকট হইতে প্রচলিত বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ হারে সালামী আদায় করা হইবে, যা বার্ষিক অনধিক ১০ (দশ) কিস্তিতে পরিশোধ্য। ভূমির খাজনা সংশ্লিষ্ট মৌজায়, প্রচলিত খাজনার হারের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হইবে।

Ω " As amended by Notification No.S.R.O 72-L/79- dated 31st March, 1979 published at pages 1178,1179 & 1180 of the Bangladesh Gazette, Extra, March, 31,1979.

রা হইবে।
তে হইবে।
তিস্বাক্ষরের

রেজিস্ট্রেশন

সেই ক্ষেত্রে
কেট মামলা
থাযথ ভাবে
রূপ সংযুক্ত
গ্রহণযোগ্য

না।
বস্ত প্রদান
গাঙ ভূমিসহ
র অতিরিক্ত
কিন্তু জেলা
ছু পরিমাণ
ণ, অনুরূপ
তে পারিবে
হইবে।Ω
বে মহকুমা
রূপ ক্ষেত্রে
নকের

রণ করিতে

ভূমির জন্য

সরের জন্য
জনা নির্ধারণ

কোন ভূমি
রাজস্ব বোর্ড
ভাগ হারে
য, প্রচলিত

1178,1179

ব্যাখ্যাঃ গ্রোভ ল্যান্ড বলিতে বুঝাইবে এবং ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে, পাহাড়ী ভূমির প্রেক্ষিত বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত নীচু সমতল ও স্ফীত ভূমি, পর্বত বা পর্বত শ্রেনীর পাদদেশে অবস্থিত নীচু পাহাড়, টিলা বা আধো বন্ধুর বা প্রায় সমতল বনাংশ যা শুধুমাত্র ফলের বাগান বা অন্যান্য বৃক্ষের বাগান সৃজনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অনুরূপ ব্যবহারের জন্য উহার ঢালুতা ধাপ পর্যায়ে সম্পুর্ন বা আংশিক পরির্তনের প্রয়োজন পড়ে না।

বি (i) বানিজ্যিক ভিত্তিতে রাবার বাগান এবং অন্যান্য বাগান সৃজনের জন্য জেলা প্রশাসক সর্বোচ্চ ২৫ একর পর্যন্ত এবং বিভাগীয় কমিশনার সর্বোচ্চ ১০০ একর পর্যন্ত জমি দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবেন। সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ১০০ একরের অধিক পরিমাণ জমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে না।Ω
আলোচ্য ধারায় বর্ণিত বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের ১০০ ভাগ সালামী প্রদান করিতে হইবে। প্রদত্ত সালামীর ১০ ভাগ প্রথম বৎসর এবং বাকী সালামীর ৫ ভাগ ৮-ম বৎসর হইতে ১৭-তম বৎসরের মধ্যে এবং ১০ ভাগ ১৮-তম হইতে ২১-তম বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

তবে নিবাসী পাহাড়ী এবং অ-পাহাড়ীদের ২৫ একর পর্যন্ত জমির জন্য বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ সালামী প্রদান করিতে হইবে। তদমধ্যে ৫ ভাগ প্রথম বৎসর এবং বাকী সালামীর ২.৫ ভাগ ৮-ম হইতে ১৭-তম বৎসরে এবং ৫ ভাগ ১৮-তম হইতে ২১-তম বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

বি (ii) প্রচলিত রায়তি খাজনার হারে আলোচ্য বিধিতে বর্ণিত জমির খাজনা নির্ধারণ করা হইবে এবং নির্ধারিত খাজনা প্রদানের সূচনা লীজ চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে কার্যকর হইবে মর্মে গণ্য হইবে।Ω

(সি) জেলা প্রশাসক সাধারনতঃ পাহাড়ের ঢালু গাত্রের বন্ধুর ভূমি নিবাসী-পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ীদেরকে পরিবার প্রতি ৫ একর পর্যন্ত বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক বন্দোবস্ত গ্রহীতার কার্যকলাপ কৃতিত্বপূর্ণ মর্মে প্রমাণ পাইলে লীজিকে আরো ৫ একর পর্যন্ত ভূমি লীজ প্রদান করিতে পারিবেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার নিবাসী পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ী প্রতি পরিবারকে ১০০ একর পাহাড়ের ঢালু গাত্রস্থ বন্ধুর ভূমি লীজ দিতে পারিবেন। রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন পরিবারকে ১০০ একরের বেশী ভূমি লীজ দেওয়া যাইবে না। ৫ একর পর্যন্ত ভূমির জন্য কোন সালামী আদায় করা হইবে না। যেখানে পাথরের দেওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন সেইখানে পরবর্তী ৫ একর জমির জন্য বাজার মূল্যের ২৫ ভাগ সালামী ধার্য করা হইবে। ধার্যকৃত সালামীর ৫ ভাগ প্রথম বৎসর এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ বার্ষিক ৫ ভাগ হারে ৬ষ্ঠ হতে নবম বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। যেইখানে পাথরের দেওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন নাই সেইখানে বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ হারে সালামী ধার্য করা হইবে এবং ধার্যকৃত এই সালামী বার্ষিক ১০ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। অনিবাসীদের ১০ একরের অধিক পরিমাণ ভূমি লীজ প্রদানের ক্ষেত্রে লীজের শর্তাবলী নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে বর্ণিত (ই) বিধির বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে। আলোচ্য ধারায় বর্ণিত বন্দোবস্তকৃত ভূমির খাজনা প্রচলিত রায়তি ভূমির খাজনার অনুরূপ হারে নির্ধারণ করা হইবে। তবে ১০ একর পর্যন্ত ভূমি বন্দোবস্তির ক্ষেত্রে প্রথম ১০ বছর কোন খাজনা আদায় করা যাইবে না। ১০ একরের অধিক ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অনিবাসীদের জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী প্রযোজ বলিয়া গণ্য হইবে।

সি (i) জেলা প্রশাসক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য পৌর এলাকার বাহিরে সর্বোচ্চ ১০ একর পর্যন্ত এবং পৌর এলাকায় সর্বোচ্চ ৫ একর পর্যন্ত ভূমি আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তাদের নিকট দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে লীজ প্রদান করিতে পারিবেন। অনুরূপ বন্দোবস্তির ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে বাজার মূল্যের ১০০ ভাগ সালামী প্রদান করিতে হইবে এবং ধার্যকৃত সালামী বন্দোবস্ত প্রদান কালে পরিশোধ করিতে হইবে। নিবাসী পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ী লীজির ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের ৫০ ভাগ সালামী ধার্য করা হইবে।Ω

(সি) (ii) সি(i) ধারায় বর্ণিত জমির খাজনা বাজার মূল্যের ০.৫ ভাগ হারে নির্ধারণ করা হইবে।Ω

(ডি) সাধারনতঃ জেলা প্রশাসক, পর্বত বা পর্বত শ্রেনীর পাদদেশে অবস্থিত নীচু পর্বত সমূহের বন্ধুরতা বা ঢালুতা, ধাপ পর্যায়ে আংশিক পরিবর্তন করিয়া চাষাবাদের জন্য নিবাসী-পাহাড়ী বা অপাহাড়ী, পরিবারকে পরিবার প্রতি, ৫ একর পর্যন্ত অনুরূপ ভূমি বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। তবে ব্যতিক্রম এই যে, জেলা প্রশাসক লীজির কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হইলে অতিরিক্ত আরো ৫

Ω Ω " As amended by Notification No.S.R.O 72-L/79- dated 31st March, 1979 published at pages 1178,1179 & 1180 of the Bangladesh Gazette, Extra, March, 31,1979.

কবুলিয়তের শর্তাবলী

১। নিম্ন বর্ণিত তফশীল ভুক্ত জমি ৪০ বৎসরের জন্য (১৯৮০ সন হইতে ২০১৯ সন পর্যন্ত) নিম্ন বর্ণিত শর্তে সজ্ঞানে রাজি হইয়া ইজারা নেওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইলাম।

আমি/আমরা এই চুক্তিনামার সমস্ত শর্ত পালন করত, এই চুক্তির মেয়াদান্তে আমার/আমাদের উপর যে কোন শর্তে ও ন্যায্য খাজনায় যদি ইজারা নবায়নের প্রস্তাব করা হয় তাহা অংগীকার করিয়া আমি/আমাদের নূতন ইজারা লইতে পারিব। যদি চুক্তি নামা নবায়ন করা না হয় তবে এই চুক্তি নামা নাকচ বলিয়া গন্য হইবে। সংশ্লিষ্ট তফশীল ভূক্ত জমি সরাসরি খাস হইয়া যাইবে এবং আমার/আমাদের এই জমির উপর যে সমস্ত গাছপালা ও ঘরবাড়ি অনুযায়ী (Immovable Property) ইত্যাদি থাকিবে তাহার জন্য সরকার ভূমি দখল এ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(ক) তফশীল বর্ণিত জমির বিবরণঃ জেলাঃ__________ মহকুমাঃ__________
থানাঃ__________ মৌজাঃ__________ শীট নং __________ প্লট নং__________
মোট জমির পরিমান ______ একর।

(খ) জমির চৌহদ্দিঃ-

২। যে সমস্ত জমি আমাকে/আমাদিগকে চুক্তি দেওয়া এবং আমার আমাদের নামে জমাবন্দী করা হইয়াছে সেই সমস্ত জমির জন্য তফশীলে বর্নিত ৩য় শ্রেনীর জমি অনুসারে একর প্রতি ৩.০০ টাকা নিরিক্ষে সালামী প্রদান করিব এবং তাহা আমার/আমাদের নামে (Mutation) নামজারীর ব্যবস্থা করিতে থাকিব।

উক্ত জমাবন্ধি ভুক্ত এলাকার মোট সালামীর ১০% প্রথম বছরে জমা দিতে বাধ্য থাকিব অবশিষ্ট সালামীর টাকা ৫% হারে প্রতি বছর অষ্টম হইতে সপ্তদশ বছর পর্যন্ত সম কিস্তিতে (equal installment) এবং ১০% হারে প্রতি বছর অষ্টাদশ বৎসর হইতে একবিংশ বৎসরের মধ্যে সম কিস্তিতে জমা দিতে বাধ্য থাকিব। জমির খাজনা বাবদ (বাৎসরিক একর প্রতি ১.৬২ টাকা হারে) প্রথম বছর হইতে সপ্তম বছরের মধ্যে মোট ২৮৩.৫০ টাকা অষ্টম বছর হইতে চতুর্দশ বৎসরের মধ্যে সম কিস্তিতে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব এবং অষ্টম বছর হইতে প্রতি বছরের নগদ খাজনাও বছর বছর জমা দিতে বাধ্য থাকিব।

কোন অস্বাভাবিক কারণের জন্য যদি চুক্তি মোতাবেক কোন কিস্তির টাকা সময়মত পরিশোধ করিতে অপারগ হই তবে জেলা প্রশাসককে আবেদন জানাইয়া সর্বাধিক ৩০ দিন পর্যন্ত পরিশোধের সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিব। উক্ত সময় উত্তীর্ণ হইয়ে গেলে ইজারাকৃত জমি খাস হইয়া যাইবে এবং ইজারাদারকে উচ্ছেদ করিয়া পিডিআর এক্ট অনুযায়ী পাওনার টাকা উশুল করা যাইবে।

৩। আমি/আমরা প্রতি বৎসর ৩০ শে ডিসেম্বর এর মধ্যে একই কিস্তিতে মৌজার মশুল ------ কোন সরকারি কর্মচারীর নিকট আমি/আমরা সালামী ও খাজনা প্রদান করিব। যদি আমি/আমরা সালামী/খাজনা প্রদান না করি তাহা হইলে প্রাপ্য খাজনা ৩১শে ডিসেম্বর এর পর হইতে বকেয়ায় পরিণত হইবে। খাজনা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক বকেয়ায় পরিণত হইলে উহা সরকারি প্রাপ্য রুপে আদায় হইবে এবং সরকারি প্রাপ্য আদায় বিষয়ে ------ এই বকেয়ার জন্য সার্টিফিকেট জারী করা হইলে আমি/আমরা বকেয়া দেয় টাকা এবং উহার উপর সুদ ----- টাকা হারে বকেয়ার তারিখ হইতে সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করিবার তারিখ পর্যন্ত দিতে বাধ্য থাকিব। উপরোক্ত প্রাপ্য টাকা না দিলে এই চুক্তি নাকচ করা যাইতে পারে।

৪। আমি/আমরা জমির সীমানা পরিষ্কার করতঃ আমার/আমাদের নিজ খরচায় সীমানার চিহ্ন স্থাপন করিব ও মেরামত করিয়া রাখিব, উক্ত সীমানা চিহ্নগুলিকে চার ফুট উচ্চ মাটির ঢিপি নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইবে এবং উহার ভিতরে একট কংক্রিটের খুঁটি পৌতা থাকিবে। ঐ কংক্রিটের খুঁটি ঢিপির উপর ৬' (ছয়) ফুট বাহির হইয়ে থাকিবে এই রুপে নির্দিঢট সীমা ভূক্ত জমির উপরই চুক্তির স্বত্ব হইবে।

৫। আমি/আমরা জমির সীমানার বহির্ভূত কোন জমিতে চাষ করিব না, করিলে এইরূপ চাষ করা অতিরিক্ত জমি বন্দোবস্ত পাইবার জন্য আমার/আমাদের কোন দাবী থাকিবে না।

৬। আমি/আমরা ডেপুটি কমিশনার মহোদয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতিত আমার/আমাদের জমির সংলগ্ন কোন ছড়া বা নালা ভরাট করিতে অথবা তাহাতে বাঁধ বা গোধা নির্মান করিতে বা উহার গতি পরিবর্তন বা রোধ করিতে বা অন্য কোন প্রকারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

৭। এই চুক্তিকৃত জমির সীমানা সংলগ্ন বা অন্তর্ভূক্তি নৌচালনাপোযোগী নদী বা ছড়ার কিনারা দিয়া ৬০" (ষাত) ফুট প্রসস্থ এক টুকরা জমি খালি রাখিব ও উহাতে চাষাবাদ করিব না।

৮। রাবার চাষের জন্য অন্যান্য ইজারাদারগণকে তাহাদের বরাদ্দকৃত প্লটে যাতায়াতের জন্য কমপক্ষে ১০" (দশ) ফুট চওড়া নির্দিষ্ট রাস্তা দিতে বাধ্য থাকিব।

৯। ইজারা প্রাপ্ত জমি সংলগ্ন সরকারী রাস্তা মেরামতের জন্য যখনই আবশ্যক হইবে আমার/আমাদের জমি হইতে মাটি কাটিয়া লইতে আমি/আমরা অনুমতি দিব।

১০। ডেপুটি কমিশনার মহোদয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতিত আমি/আমরা জমিতে কোন খাল খনন বা এমন কোন ভাবে ব্যবহার করিব না যাহাতে উক্ত জমি চাষের অযোগ্য হইয়ে পড়ে অথবা উহার মূল্য বিশেষভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

১১। ইজারাকৃত জমি বা উহার কোন অনশ সর্বসাধারণের ব্যবহারার্থের উদ্দেশ্যে সরকারের কাহস করিবার প্রয়োজন হইলে আমি/আমরা কোন আপত্তি করিব না, তবে সরকার ভূমি দখল এ্যাক্ট অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

১২। ক) আমি/আমরা ডেপুটি কমিশনার মহোদয়ের লিখিত অনুমতি অগ্রে না লইয়া আমার/আমাদের জমির সমস্ত বা কোন অংশ বিক্রয় দান দ্বারা বা অন্য প্রকারে হস্তান্তর কিংবা বাটোয়ারা কিংবা লাগিয়াত করিতে পারিব না।

খ) ইজারাদার ইজারাকৃত জমিতে রাবার বাগান সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কৃষি ব্যাংক বা অন্য কোন ঋনদান সংস্থার নিকট প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণের জন্য ইজারাকৃত জমি বন্ধক রাখিতে পারিবে।

১৩। ইজারা প্রাপ্ত জমির মালিকানাস্বত্ব ও জমির ভূগর্ভস্থিত সর্বপ্রকার খনিজ দ্রব্যাদির স্বত্ব ঐ রুপ খনিজ দ্রব্যাদি খনন করিয়া উঠাইতে সংগ্রহ করিতে বা স্থানান্তরিত করিতে যে পথ, স্বত্ব বা যুক্তি সংগত অপরাপর সুবিধা আবশ্যক হইবে তাহা সরকারের থাকিবে তবে ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির জন্য আইন অনুযায়ী সরকার ক্ষরিপূরণ প্রদান করিবেন।

১৪। যদি আমি/আমরা উল্লেখিত শর্তাদির কোন একটিও ভঙ্গ করি তবে ডেপুটি কমিশনার মহোদয় এই চুক্তি বাতিল করিয়া জমি খাস করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য আমি/আমরা কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিব না।

১৫। বর্তমানে যে নিয়মাবলী প্রচলিত আছে বা পরে প্রণয়ন করা হইবে এবং চুক্তি পত্রের শর্তাদির প্রতিকূল নহে সেই সকল নিয়ম মানিয়া চলিতে আমি/আমরা বাধ্য থাকিব।

১৬। এই চুক্তিপত্রের শর্তাদি আমার/আমাদের উত্তরাধিকারী ওছি বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি প্রভৃতি যাহারা এই জমির ভোগ দখল করিবে তাহাদের উপরও বাধ্য করা হইবে। তাহারা আমার/আমাদের মৃত্যুর আ তাহাদের নিকট জমি হস্তান্তরিত হইবার তিন মাসের মধ্যে ডেপুটি কমিশনার এর অফিসে নাম জারী করিবে

যদি না করে তবে তজ্জন্য তাহারা দায়ী থাকিবে এবং প্রচলিত আইন অনুসারে অর্থ দন্ড প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৭। আমি/আমরা এই চুক্তি পত্রের সমস্ত শর্ত প্রতিপালন করিলে চুক্তি পত্রের মেয়াদ অন্তে আমার/আমাদের নিকট যে কোন শর্তে ও ন্যায্য খাজনায় চুক্তি নবায়নের প্রস্তাব করা হইলে তাহা অংগীকার করিয়া আমি/আমরা পর পর নুতন চুক্তি লইতে পারিব।

১৮। ক) চুক্তিকৃত জমি ইজারাদার কর্তৃক কেবলমাত্র নিজস্ব রাবার বাগান সৃষ্টি ও আনুসংগিক কর্মকান্ডের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং তজ্জন্য বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশ পালন করিতে ইজারাদার বাধ্য থাকিবে।

খ) রাবার বাগানের প্রতিকুল নহে এই ধরনের সহায়ক ফসল ইজারাদার ইজারাকৃত জমিতে চাষ করিতে পারিবেন।

১৯। ইজারাদার রাবার বাগান সৃষ্টি ও রাবার প্রকৃয়াজাত করণের কর্মকান্ড তফশীল অনুযায়ী নিজ খরচেই সম্পন্ন করিবে। চুক্তির শর্ত বা কর্মকান্ডের কর্মসূচীর বরখেলাফ হইলে চুক্তি বাতিল করা হইবে এবং চুক্তিকৃত জমি সরকারের খাস বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং প্রদত্ত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

২০। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ফসল সরকারি/বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থার অন্যান্য কার্য্যনির্বাহক কর্মচারীকেইজারাদার ইজারাকৃত জমির সম্পূর্ণ বা যেকোন অংশ পরিদর্শন করার অনুমতি দিতে বাধ্য থাকিবে।

২১। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সকল সরকারী/বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থা/অন্যান্য কার্য্যনির্বাহক কর্মচারীর নিকট প্রয়োজন বোধে চুক্তিকৃত জমির উপর সম্পাদিত কর্মকান্ড বা পরিচালনার বিষয়ে ইজারাদারগণ প্রতিবেদন দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে।

২২। ইজারাদার রাবার বাগানের আয় ব্যয় পরিচালনা ও বৃক্ষাদির যত্ন সম্বন্ধীয় অবস্থা নিরুপনের জন্য যথার্থ হিসাব সংরক্ষণ রাখিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৩। উপরে বর্ণিত কিস্তি অনুযায়ী খাজনা বা সালামী পরিশোধ করিতে অপারগ হইলে কিংবা চুক্তি নবায়ন করা না হইলে অথবা অনুমোদিত কর্মকান্ডের কর্মসূচীর বাস্তবায়নের ব্যতিক্রম হইলে সরকার বিনা বাধায় সুরকারি চুক্তি খারিজ করিতে পারিবেন ও চুক্তিকৃত জমি সরকারের খাস দখলে আসিবে এবং ইজারাদারকে উচ্ছেদ করা যাইবে ও ইজারাদার কর্তৃক বকেয়া দেয় টাকা পি.ডি.আর. এক্ট অনুসারে উশুল করা যাইবে তবে ইজারাকৃত জমির উপর সৃষ্ট গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, ফ্যাক্টরীর জন্য সরকার প্রচলিত আইন ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

২৪। জমি বরাদ্দের চিটি জারী করার তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ২৫ একর জমির জন্য ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা ছয় বছরের জন্য জামানত হিসাবে গভর্মেন্ট সিকিউরিটির মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক রাবার চাষ ও প্রকৃয়াকরণ প্রকল্প, বি.এফ.আই.ডি.সি এর নামে (Pledged) জমা রাখিতে বাধ্য থাকিব। যদি (পাঁচ) বছরের মধ্যে রাবার বাগান ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, সাফলের সহিত নিজ খরচে করিতে পারি তবে ০৫ বছরের শেষ দিকে জামানতের টাকা ফেরৎ পাইব। যদি আমার/আমাদের রাবার বাগান তৈরীর (Raining Rubber Plantation) রাস্তাঘাট নির্মান ইত্যাদি ০১-০৫ বৎসর এর মধ্যে সম্পূর্ণ না করিতে পারি তবে উক্ত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে এবং এই চুক্তিনামা নাকচ হইয়া যাইবে।

যদি না করে তবে তজ্জন্য তাহারা দায়ী থাকিবে এবং প্রচলিত আইন অনুসারে অর্থ দন্ড প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৭। আমি/আমরা এই চুক্তি পত্রের সমস্ত শর্ত প্রতিপালন করিলে চুক্তি পত্রের মেয়াদ অন্তে আমার/আমাদের নিকট যে কোন শর্তে ও ন্যায্য খাজনায় চুক্তি নবায়নের প্রস্তাব করা হইলে তাহা অংগীকার করিয়া আমি/আমরা পর পর নুতন চুক্তি লইতে পারিব।

১৮। ক) চুক্তিকৃত জমি ইজারাদার কর্তৃক কেবলমাত্র নিজস্ব রাবার বাগান সৃষ্টি ও আনুসংগিক কর্মকান্ডের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং তজ্জন্য বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশ পালন করিতে ইজারাদার বাধ্য থাকিবে।

খ) রাবার বাগানের প্রতিকুল নহে এই ধরনের সহায়ক ফসল ইজারাদার ইজারাকৃত জমিতে চাষ করিতে পারিবেন।

১৯। ইজারাদার রাবার বাগান সৃষ্টি ও রাবার প্রকৃয়াজাত করণের কর্মকান্ড তফশীল অনুযায়ী নিজ খরচেই সম্পন্ন করিবে। চুক্তির শর্ত বা কর্মকান্ডের কর্মসূচীর বরখেলাফ হইলে চুক্তি বাতিল করা হইবে এবং চুক্তিকৃত জমি সরকারের খাস বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং প্রদত্ত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

২০। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ফসল সরকারি/বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থার অন্যান্য কার্য্যনির্বাহক কর্মচারীকেইজারাদার ইজারাকৃত জমির সম্পূর্ণ বা যেকোন অংশ পরিদর্শন করার অনুমতি দিতে বাধ্য থাকিবে।

২১। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সকল সরকারী/বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থা/অন্যান্য কার্য্যনির্বাহক কর্মচারীর নিকট প্রয়োজন বোধে চুক্তিকৃত জমির উপর সম্পাদিত কর্মকান্ড বা পরিচালনার বিষয়ে ইজারাদারগণ প্রতিবেদন দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে।

২২। ইজারাদার রাবার বাগানের আয় ব্যয় পরিচালনা ও বৃক্ষাদির যত্ন সম্বন্ধীয় অবস্থা নিরুপনের জন্য যথার্থ হিসাব সংরক্ষণ রাখিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৩। উপরে বর্ণিত কিস্তি অনুযায়ী খাজনা বা সালামী পরিশোধ করিতে অপারগ হইলে কিংবা চুক্তি নবায়ন করা না হইলে অথবা অনুমোদিত কর্মকান্ডের কর্মসূচীর বাস্তবায়নের ব্যতিক্রম হইলে সরকার বিনা বাধায় সুরকারি চুক্তি খারিজ করিতে পারিবেন ও চুক্তিকৃত জমি সরকারের খাস দখলে আসিবে এবং ইজারাদারকে উচ্ছেদ করা যাইবে ও ইজারাদার কর্তৃক বকেয়া দেয় টাকা পি.ডি.আর. এক্ট অনুসারে উশুল করা যাইবে তবে ইজারাকৃত জমির উপর সৃষ্ট গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, ফ্যাক্টরীর জন্য সরকার প্রচলিত আইন ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

২৪। জমি বরাদ্দের চিটি জারী করার তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ২৫ একর জমির জন্য ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা ছয় বছরের জন্য জামানত হিসাবে গভর্মেন্ট সিকিউরিটির মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক রাবার চাষ ও প্রকৃয়াকরণ প্রকল্প, বি.এফ.আই.ডি.সি এর নামে (Pledged) জমা রাখিতে বাধ্য থাকিব। যদি (পাঁচ) বছরের মধ্যে রাবার বাগান ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, সাফলের সহিত নিজ খরচে করিতে পারি তবে ০৫ বছরের শেষ দিকে জামানতের টাকা ফেরৎ পাইব। যদি আমার/আমাদের রাবার বাগান তৈরীর (Raining Rubber Plantation) রাস্তাঘাট নির্মান ইত্যাদি ০১-০৫ বৎসর এর মধ্যে সম্পূর্ণ না করিতে পারি তবে উক্ত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে এবং এই চুক্তিনামা নাকচ হইয়া যাইবে।

২৫। আমার/আমাদেরবরাদ্দকৃত জমিতে যে সকল বনজ দ্রব্যাদি থাকিবে তাহা বন বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হারে রয়ালটি ধার্য্য করার পর মোট টাকা তিন সম কিস্তিতে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব। প্রথম কিস্তি চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ০১ মাসের মধ্যে দিতে বাধ্য থাকিব এবং বাকি কিস্তির টাকা প্রতি বছর ০১ কিস্তি হিসাবে পরিশোধ করিব। যে পরিমান জমিতে প্রতি বছর রাবার বাগান, ঘর-বাড়ী, রাস্তাঘাট করিব সেই পরিমান জমি হইতে বনজ দ্রব্য আহরণ করিতে পারিব।

২৬। রাবার বাগানের চারা রোপনের, রাবার প্রকৃয়াজার করনের, ঘর-বাড়ি করনের, ফ্যাক্টরী করনের ইত্যাদি যাবতীয় খরচ আমি/আমরা বহণ করিতে বাধ্য থাকিব।

২৭।আমার/আমাদের জমির জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট নিজ খরচে তৈয়ার করিতে বাধ্য থাকিব যদি আমার/আমাদের রাস্তাঘাট না করার দরুন আমার পার্শ্বের জমির মালিকের অসুবিধা হয় তবে এই চুক্তিনামা নাকচ বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮। আমি/আমরা রাবার চাষের জন্য স্থানীয় লোক নিয়োগের প্রধান্য দিতে বাধ্য থাকিব। কোন স্থানীয় বাসীকে আমার/আমাদের ইজারাকৃত জমি হইতে স্থানান্তরিত করার দরকার হইলে স্থানান্তরের নিমিত্তে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় খরচ দিতে বাধ্য থাকিব।

২৯। উপরে বর্ণিত কিস্তি অনুযায়ী খাজনা বা সালামী পরিশোধ করিতে অপারগ হইলে কিংবা চুক্তি নবায়ন করা না হইলে অথবা অনুমোদিত কর্মকান্ডের কর্মসূচীর বাস্তবায়নের ব্যতিক্রম হইলে সরকার বিনা বাধায় সরাসরি চুক্তি খারিজ করিতে পারিবেন ও ইজারাকৃত জমি সরকারের খাস দখলে আসিবে এবং ইজারাদারকে উচ্ছেদ করা যাইবে ও ইজারাদার কর্তৃক বকেয়া দেয় টাস্কা পি.ডি.আর. এক্ট অনুসারে উসুল করা যাইবে তবে ইজারাকৃত জমির উপর সৃষ্ট গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, ফ্যক্টরির জন্য সরকার প্রচলিত আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

৩০। সরকারি বা তাহাদের মনোনিত যে কোন কর্তৃপক্ষকে আমার/আমাদের রাবার চাষ দেখাইতে বাধ্য থাকিব এবং তাহাদের উপদেশ মত বাগান করিতে বাধ্য থাকিব।

৩১। উপরোক্ত যে কোন শর্তের বরখেলাপ করিলে অথবা খাজনা বা সেলামীর কিস্তি পরিশোধ করিতে অপারগ হইলে কিংবা চুক্তি নবায়ন করা না হইলে অথবা অনুমোদিত কর্মকান্ডের কর্মসূচীর বাস্তবায়নের ব্যতিক্রম হইলে সরকার বিনা বাধার এবং বিনা ক্ষতিপূরনে সরাসরি চুক্তি খারিজ করিতে পারিবেন এবং ইজারাকৃত জমি সরাসরি সরকারের খাস দখলে আসিবে ও ইজারাদারকে উচ্ছেদ করা যাইবে এবং ইজারাদার কর্তৃক বকেয়া দেয় টাকা পি.ডি.আর. এক্ট অনুসারে উসুল/আদায় করা যাইবে তবে ইজারাকৃত জমির উপর সৃষ্ট গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, ফ্যক্টরির জন্য সরকার প্রচলিত আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।